

mgw× evoxi gva†tg nwnee Dj xai weKí Avq ^Zix nI qvq cwiev†i m†Li cQm

সাগরদীপ উপজেলা কুতুবদিয়া উত্তর ধুরং ইউনিয়নে পল্লী কর্ম সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ) এর সহায়তায় কোস্ট ফাউন্ডেশন এর বাস্তবায়নে সমৃদ্ধি কর্মসূচির মাধ্যমে উত্তর ধুরং ইউনিয়নের ৫০ টি বাড়ি সমৃদ্ধি করা হয়। উক্ত ইউনিয়নের ৬নং ওয়ার্ডের উত্তর বাকখালী এলাকার এ রকম ১টি বাড়ির মালিক হাবিব উল্লাহ (৪৬) তাহার ২ ছেলে ৩ মেয়ে সহ মোট পরিবারের ৭ সদস্য নিয়ে তাহার পরিবার। পরিবারের ছেলে ও মেয়ে ৩ জন লেখাপড়ায় রয়েছেন। হাবিব উল্লাহ তিনি সাগরে মাছ মারতে যায় এবং লবণ মাঠের সময় লবণ মাঠ করে। পরিবারে আয় করার মতো একমাত্র তিনিই উৎস। পরিবারের একজনের আয়ের উপর নির্ভর করে সংসারে অনেক সময় অভাবে দিন যাপন করতে হতো। কিছু সময় পরিবার প্রধান হাবিব উল্লাহ অসুস্থ হলে, বা পরিবারের অন্য কোন সদস্য অসুস্থ হলে এছাড়াও পরিবারে বড় কোন খরচ দেখা দিলে তা সামাল দিয়ে দৈনিক সংসারের খরচ বহন করতে গিয়ে সমস্যায় পড়ে যেতে হয় তার পরিবারকে। আজ থেকে প্রায় ৪ বছর পূর্বে তাহার পরিবারের পাশে গিয়ে সমৃদ্ধি কর্মসূচির উদ্যোগ উন্নয়ন কর্মকর্তা-ফরিদ উদ্দিন, বাড়ির মালিকের সাথে কথা বলে সমৃদ্ধি বাড়ি করার পরিকল্পনা গ্রহন করেন। এবং তার দিক নির্দেশনায় বর্তমানে এ বাড়িটি সমৃদ্ধি বাড়িতে রূপান্তরিত হয়েছে। তাহার স্ত্রী মনজুরা বেগম বর্তমানে বিকল্প আয় করার জন্য কাজ করে যাচ্ছেন।



ছবি সংগ্রহে: মো: দিদারুল ইসলাম- সমৃদ্ধি কর্মসূচি সমন্বয়কারী, তাং ২৪/১১/২০২১ইং



ছবি সংগ্রহে: মো: দিদারুল ইসলাম- সমৃদ্ধি কর্মসূচি সমন্বয়কারী, তাং ২৪/১১/২০২১ইং

বর্তমানে-তিনি বাড়ির আঙ্গিনায় সবজিচাষ,ভার্মিকম্পোস্টপ্লান্ট,বাড়িতে হাঁস/মুরগী পালন,ফলের গাছ ও ঔষুধি গাছ রয়েছে, স্বাস্থ্য সম্মত টয়লেট সহ বিশুদ্ধ পানির ব্যবস্থা রয়েছে, বাড়ির আঙ্গিনায় পুকুরে মাছ করে, এছাড়াও তাহার বাড়ীতে বর্তমানে ২টি গাভী রয়েছে।

m†v†Uj vBU wKwbK n†Z tmev wbtq m†y†tg: i w†qv (13w b) w†fZ gv dv†Zgv RvbwE

সমৃদ্ধি কর্মসূচি বাস্তবায়িত উত্তর ধুরং ইউনিয়নের আকবরবলী পাড়া গ্রামের ৪নং ওয়ার্ডে বসবাস করেন ফাতেমা জান্নাত। তিনি পেশায় গৃহিনী এবং স্বামী শাহাদাৎ হোসাইন দিন মজুরী কাজ করে জীবিকা নির্বাহ করে। উক্ত আকবরবলী পাড়া গ্রামের স্বাস্থ্য পরিদর্শক জেসমিন আক্তার খানা পরিদর্শনে গেলে দেখা যায় ফাতেমা জান্নাত এর নবজাতক শিশু মো: রহিয়ান জন্মের কিছু দিন পর থেকে আলোর মুখ দেখতে না দেখতেই অসুস্থ হয়ে পড়েন। ফাতেমা জান্নাত এর নবজাতক শিশুর বয়স তখন মাত্র ১৩ দিন চলমান, বেশী

সাকিবুল হাসান মাকে সহযোগীতার মাধ্যমে ধীরে ধীরে বাড়ির মালিকসহ সকলে মিলে তাতে চাষ র লক্ষ্য অর্জনে কাজ করতে থাকেন। এ কার্যক্রমে সংস্থা বিভিন্ন উপকরণ নিশ্চিত করণে কিছু আর্থিক সহায়তা প্রদান করেন। বর্তমানে উক্ত পরিবারে শাক সবজি,মাছ,এবং গাভীর দুধ ইত্যাদি বিক্রয় করে অতিরিক্ত প্রতি মাসে ৪০০০/৫০০০ হাজার আয় যুক্ত হওয়ায় তাহার পরিবারে খুশির সাথে জীবন যাপন করছে। পরিবারের শিক্ষার্থী ছেলে ও মেয়ে নিয়মিত লেখাপড়া চালিয়ে যাচ্ছেন। এছাড়াও হাবিব উল্লাহর স্ত্রী মনজুরা বেগম জানান চলতি বছরে লবণের মাঠে ভাল কিছু করতে পারলে, ২০২২ইং সালে ইট দিয়ে সেমিপাকা বাড়ী তৈরী করার পরিকল্পনা করেছেন। এখন নিয়মিত পুকুরের মাছের মাধ্যমে পরিবারে আমিষের অভাব পূরন হচ্ছে, এবং বাড়ীর আঙ্গিনায় সবজী চাষ হতে বিষমুক্তসবজি খেয়ে তাদের চাহিদা পূরণ করছে। সবশেষে তাদের পরিবার হতে কোস্ট ফাউন্ডেশন এর উদ্যোগ উন্নয়ন করমকরতা- জনাব, ফরিদ উদ্দিনকে সহ কোস্ট পরিবারের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন।

অসুস্থ হলে কুতুবদিয়া উত্তর ধুরুং বাজারে ন্যাশনাল হাসপাতলে একজন মেডিসিন বিশেষজ্ঞ ডাক্তার দেখিয়ে ঔষুধ সেবন করে যায়। অভাবের সংসারে নিত্যদিনের খরচ মিঠিয়ে ভালো কোন ডাক্তার দেখাতে না পেরে, খুব বেশী চিন্তিত হয়ে পড়েন ফাতেমা জান্নাত স্বামী শাহাদাৎ হোসাইন। এই সময় কোস্ট ফাউন্ডেশন সমৃদ্ধি কর্মসূচির ৪নং, ওয়ার্ডেও স্বাস্থ্য পরিদর্শক- জেসমিন আক্তার- খানা পরিদর্শনে গেলে তাহাকে(এম,বি,বি,এস) চিকিৎসকের মাধ্যমে পরিচালিত স্যাটেলাইট ক্লিনিকে যাওয়ার পরামর্শ দেন। পরামর্শ অনুযায়ী ফাতেমা জান্নাত গত ২২.১১.২০২১ ইং তারিখ তাহার নবজাতক শিশু মো: রহিয়ানকে জহির আলী সিকদার পাড়া স্যাটেলাইট ক্লিনিকে নিয়ে যায়। স্যাটেলাইট ক্লিনিকে যাওয়ার পর কর্তব্যরত চিকিৎসক ডা: জাহাঙ্গীর আলম নবজাতক শিশুকে দেখে কিছু ঔষুধ ও পরামর্শ মূলক সেবা প্রদান করেন। গত ২৮/১১/২০২১ ইং তারিখ তাদের এলাকায় খানা পরিদর্শন করতে গিয়ে, অসুস্থ শিশু মো: রহিয়ান খোজ নেওয়া হয়। দেখা তাহারা চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী নিয়মিত ঔষুধ সেবনে সুস্থ হয়ে ওঠেন মো: রহিয়ান। চিকিৎসা সেবা



ছবি সংগ্রহে মো: শাহিনুর রহমান- স্বাস্থ্য কর্মকর্তা, তাং ২২/১১/২০২১ ইং

নিয়ে সম্ভ্রষ্ট হয়ে কোস্ট ফাউন্ডেশন এর প্রতি এবং স্বাস্থ্য পরিদর্শক জেসমিন আক্তারের প্রতি কৃতজ্ঞা প্রকাশ করেন।

m'v!Uj vBU wKwBk n!Z tmev wb!q m'y kvgi j Avj g (68)

সমৃদ্ধি কর্মসূচি বাস্তবায়িত উত্তর ধুরুং ইউনিয়নের জহির আলী সিকদার পাড়া গ্রামের ৫নং ওয়ার্ডে বসবাস করেন শামশুল আলম। তিনি পেশা হিসাবে কৃষি করতেন, বর্তমানে তিনি তেমন কোন কাজ করতে পারেনা। বৃদ্ধ বয়সে তার শারীরিক বিভিন্ন রকমের সমস্যা দেখা দেয়। এবং তাহার পারিবারিক অবস্থা এমনি কোন রোগে আক্রান্ত হলে, গ্রামের ডাক্তার হতে ঔষুধ করেন এবং ভাল কোন ডাক্তার দেখাতেন না। এরকম করতে করতে দেখা যায় সে দিন দিন আরো বেশী অসুস্থ পড়েন। জহির আলী সিদার পাড়া গ্রামের স্বাস্থ্য পরিদর্শক রেশমী আক্তার খানা পরিদর্শনে গেলে, দেখা যায় শামশুল আলম কোমর ব্যাথাসহ বিভিন্ন ধরনের রোগ নিয়ে অসুস্থ হয়ে বিছানায় পড়ে আছেন। অভাবের সংসারে নিত্যদিনের খরচ মিঠিয়ে সে ভালো কোন ডাক্তার দেখাতে না পারলেও কোস্ট ফাউন্ডেশন সমৃদ্ধি কর্মসূচি হতে স্যাটেলাইট ক্লিনিকে গিয়ে

সেবা নেওয়ার পরামর্শ দেন। পরামর্শ অনুযায়ী শামশুল আলমকে উত্তর ধুরুং ইউনিয়নের জহির আলী সিকদার পাড়া কিল্ল্যার মধ্যে স্যাটেলাইট ক্লিনিকে নিয়ে যায়। স্যাটেলাইট ক্লিনিকে যাওয়ার পর কর্তব্যরত চিকিৎসক ডা: জাহাঙ্গীর আলম চিকিৎসা তাহাকে দেখে সেবা প্রদান করে এবং পরামর্শ দেন। চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী ঔষুধ সেবনের সাথে একটা পরিষ্কা দেওয়ার পরামর্শ দেন এবং কিছু দিন তাহাকে বিশ্রামে থাকার পরামর্শ দেন। এবং ডাক্তারের পরামর্শ অনুযায়ী পরিষ্কা দিয়ে আবার দেখা করেন, সে অনুযায়ী ডাক্তার তাহাকে কিছু দিন বিশ্রামে থেকে নিয়মিত ঔষুধ সেবন করার পরামর্শ দেন। কিছু দিন পর তিনি আমাদের অফিসে এসে তাহার সুস্থতার কথা জানান। সাথে চিকিৎসার সেবা নিয়ে সুশ্রোষ হয়ে কোস্ট ফাউন্ডেশন এর প্রতি এবং স্বাস্থ্য পরিদর্শক রেশমী আকতার এর প্রতি কৃতজ্ঞা প্রকাশ করে



ছবি সংগ্রহে মো: শাহিনুর রহমান- স্বাস্থ্য কর্মকর্তা, তাং ২২/১১/২০২১ ইং

cÖkbr %Zwi tZ hvi v Z_ w' t q mnvqZv Kti tOb mgv x Kg mP I ai-
kvLvi mKj mnKgMY Z_ w' t q mnthwMZvi Rb' Avcbv' i mKj tK
ab'ev', Av'iv Z_ cÖtb Avcbv' i DrmwnZ Kiv n!t'Q Avgv' i
mvt_ thwMthwM Ki by mgv x wUtgi ct'y |

tgv: w`vi aj Bmj vg, mgv x - Kg mP mgSdqKvi x

tgvvBj - 01713-367442

Kg mP ev' évqb KihPq- 1bs DEi ai- as BDibqb cwi l` ,3q Zj v,
KZewi qv, K- evRvi |

didarmd@coastbd.net, web- www.coastbd.net

COAST Has Special Consultative Status With UN
ECOSOC